দুঁদে শিকারী অরণ্য জিম এর অ্যাডভেঞ্চার

আঁধার মানিক

বাংলা অনুবাদ
পার্থ অরণ্যদেব

অরণ্য জিম
আঁধার মাণিক
জিম ব্র্যাডলী। অরণ্য জিম নামেই যে বেশী পরিচিত। ভারতবর্ষে বেশ কিছু বছর ধরে আছে ওর হিন্দুস্থানী সাথী কোলুর সাথে। এখানকার জান্তব পরিবেশ ওদের খুব প্রিয়। শিকার অভিযান নিয়ে ওদের দিন কাবার হয়। একদিন এমনই এক অভিযানে বেরিয়ে ওরা একটি গ্রামের পাশ দিয়ে যাওয়ার সময় শুনতে পেল হৃদয় বিদারক এক কান্নার শব্দ। থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল দু'জন...
ই ই ই ই ই
কোলু! আর্তনাদটা ঐ দিক থেকে আসছে। চল তো দেখি ব্যাপারটা কী!
হ্যাঁ! জিম চলো দেখা যাক!

সব ঘর বাড়ির দরজা জানালা বন্ধ। মনে হচ্ছে আদিবাসীরা খুব ভয় পেয়েছে!
AIEEEEE-OOOOOOH

কেউ আছেন? দরজাটা খুলুন! কোনো সমস্যা থাকলে আমি সাহায্য করতে পারি!

নমস্কার সাহেব! আমি মলুয়া! দৈত্যকার একটা প্যান্থার আমার মেয়েকে তুলে নিয়ে গেছে, আমরা সবাই খুব ভয়ে আছি! দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন !
কখন হয়েছে?
J.JIM.•14-591
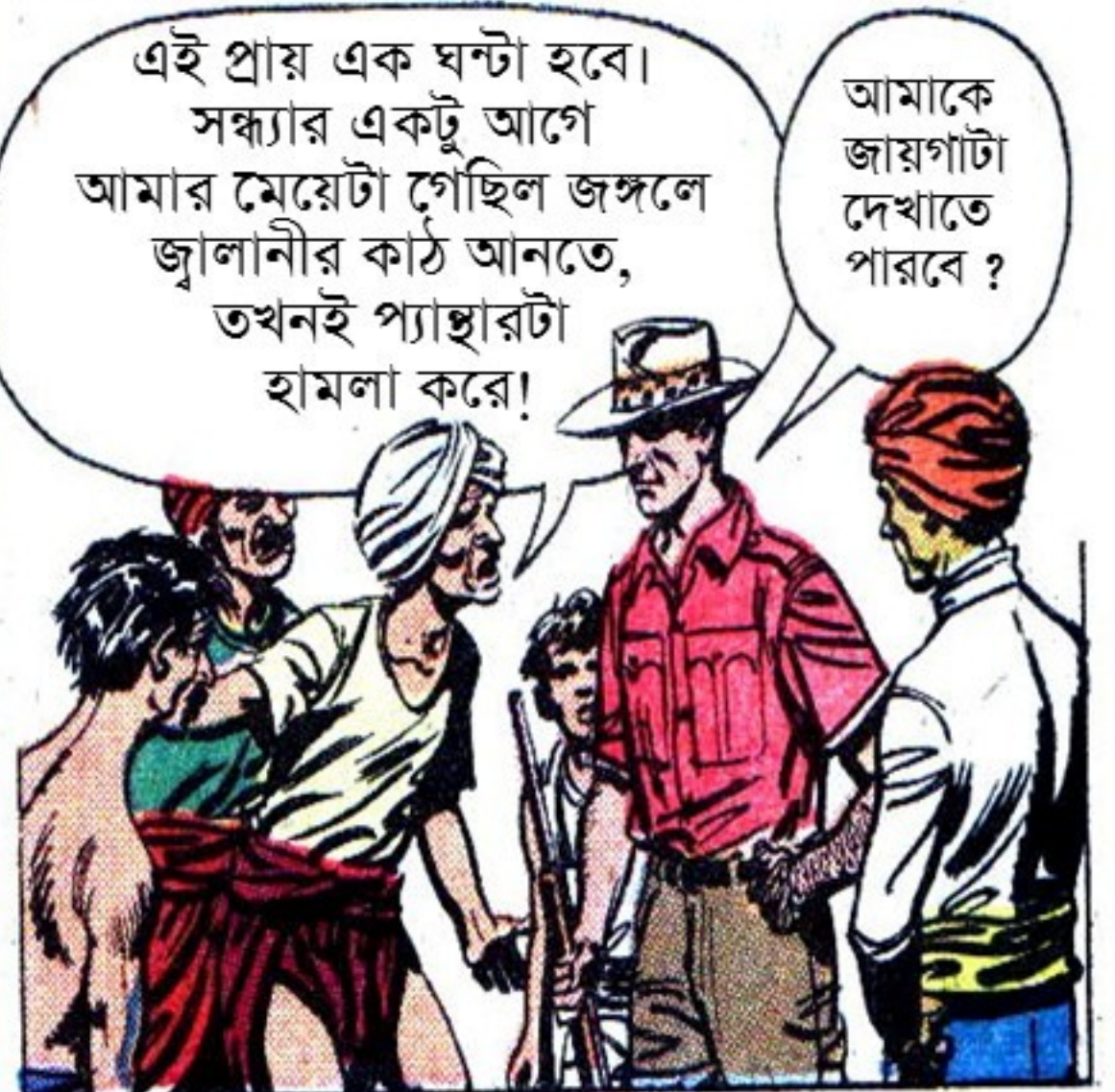
এই প্রায় এক ঘন্টা হবে। সন্ধ্যার একটু আগে আমার মেয়েটা গেছিল জঙ্গলে জ্বালানীর কাঠ আনতে, তখনই প্যান্থারটা হামলা করে!
আমাকে জায়গাটা দেখাতে পারবে ?

চলুন সাহেব! আর কেউ না যাক, আমি আপনাকে জায়গাটা দেখাচ্ছি!
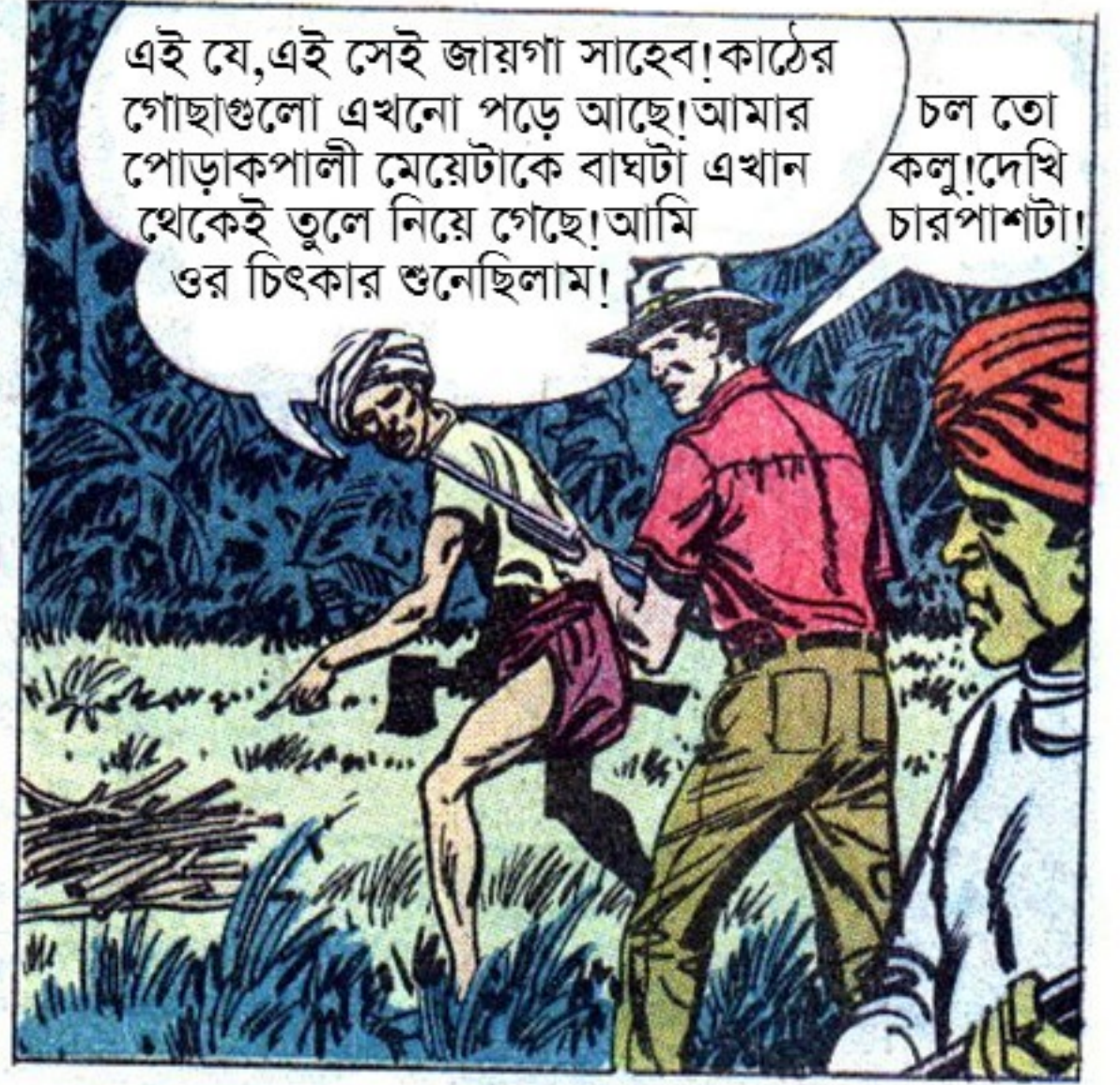
এই যে, এই সেই জায়গা সাহেব! কাঠের গোছাগুলো এখনো পড়ে আছে! আমার পোড়াকপালী মেয়েটাকে বাঘটা এখান থেকেই তুলে নিয়ে গেছে! আমি ওর চিৎকার শুনেছিলাম!
চল তো কলু! দেখি চারপাশটা!

হুমম! এখানে একটা শ্বাপদের পায়ের ছাপ খুব স্পষ্ট! প্রতি পায়ে ছটা করে আঙ্গুল আছে!
এ-এটা সেই ভূতুড়ে প্যান্থারটার পায়ের ছাপ হতেপারে, সাহেব! যাকে আমরা "আঁধার মাণিক" বলি। ওটা পাঁচ বছরে প্রায় দু'হাজার মানুষকে নিকেশ করেছে!

কাআআখ
কাআআখ
শোনো! একটা কাকার ডাকছে, মানে বাঘটা আশে পাশেই কোথাও আছে!
তাহলে চলো, ওকে খুঁজি!

না! আমি একা যাব, কোলু! কারণ টর্চ একটাই আছে। তুমি এঁনাকে নিয়ে গ্রামে ফিরে যাও। আশা করছি মেয়েটি এখনও বেঁচে আছে!
কিন্তু আমি ফিরে যাব না! আমাকেও আপনার সাথে নিয়ে চলুন!

ঠিক আছে চল। কিন্তু সাবধানে! আমার সঙ্গেই থাকো, দূরে যেওনা!
যাত্রা শুভ হোক!!

সাম্বার হরিণটা ঐদিকে ডাকছে,সাহেব!তার মানে আমরা ঠিক দিকেই এগোচ্ছি!
সেরকমই তো মনে হচ্ছে! প্যান্থারটা ওদিকেই আছে।
ব্রাআআহ! ব্রাআআহ!

ক্র্যাক!
মনে হচ্ছে ও আমাদের দেখেছে!
রেগেও আছে বোধয়!

আরে!!!
আ-আমার মেয়ে!ওহ!সাহেব, ও-ওটা তো আমার মেয়ে!

তোমার মেয়ে বেঁচে আছে,মলুয়া!দেরী করলে ক্ষত গুলো বিষাক্ত হয়ে যাবে!প্যান্থাররা মাঝে মাঝে শিকারকে সাবাড় করতে দেরী করে...
ভগবান আর আপনার অশেষ দয়া সাহেব!

তোমার জামাটা ছিঁড়ে,ওর গায়ে ব্যান্ডেজের মতো করে বেঁধে দাও!আমি ক্ষতগুলো অ্যান্টিসেপটিক দিয়ে পরিষ্কার করে দিচ্ছি!
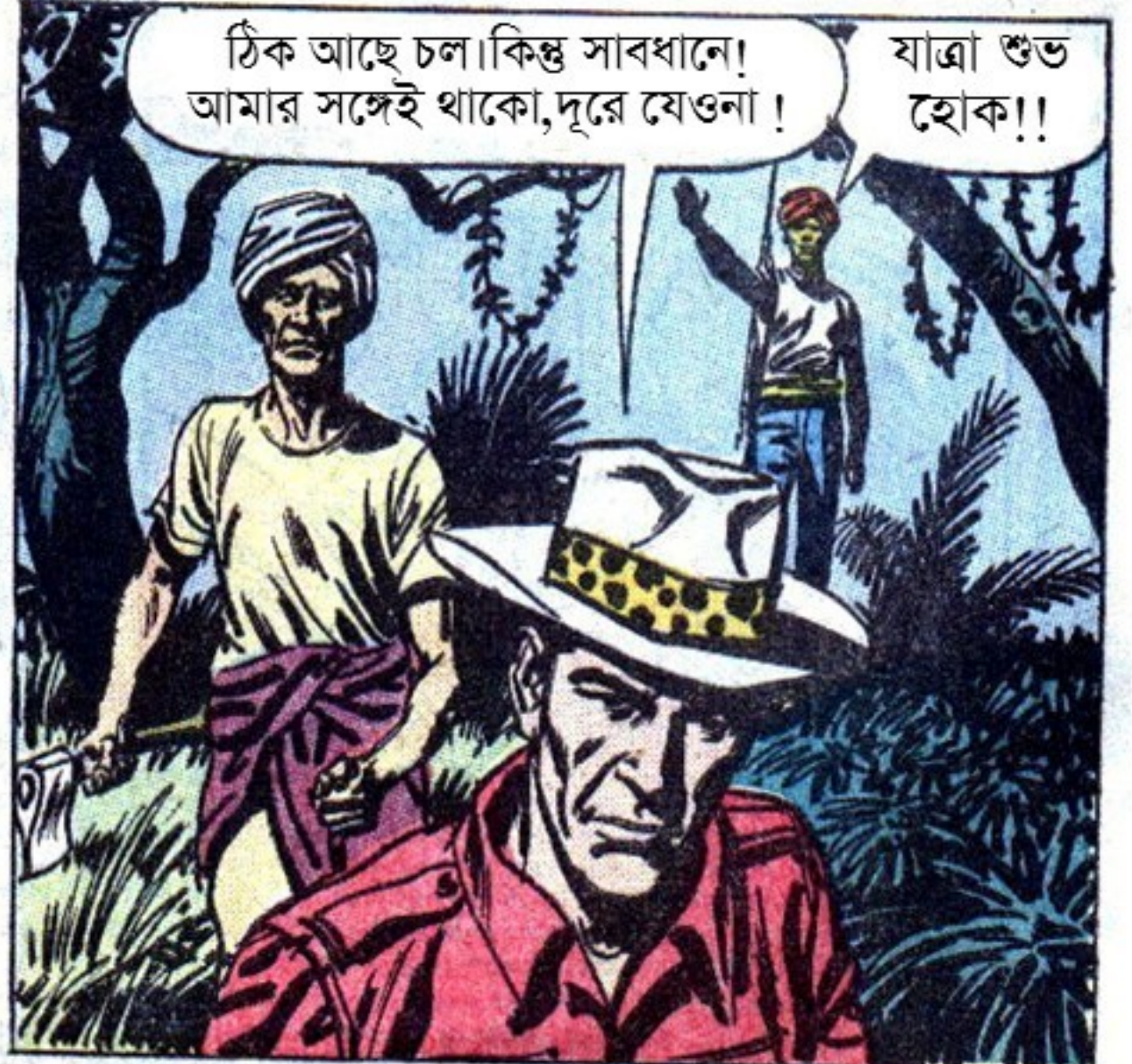
রাতের অন্ধকারে মার্জার গোত্রীয়রা তাদের চালচলন ও শিকারে স্ফূর্তি ধর হয়ে ওঠে। মানুষখেকো প্যান্থার তো আরও ভয়ঙ্কর হয়ে যায়!!

জিম কিছু বুঝে ওঠার আগেই কালো শ্বাপদটা মলুয়াদের দিকে ঝাঁপালো!

জিমের ছোঁড়া দ্বিতীয় গুলিটা 'মাণিক'কে শান্ত করল...!

তোমার মেয়ে আবার অজ্ঞান হয়ে গেছে।ও খুব দুর্বল।আচ্ছা,তুমি কী ওকে এভাবে নিয়ে যেতে পারবে? নাকী আমি ওকে নেব?
না না সাহেব আমি পারব।আপনি কী নিশ্চিত যে বাঘটা মরে গেছে?

হ্যাঁ।মাণিক চীরতরে শান্ত হয়ে গেছে।প্রতি পায়ে ছ'টা আঙ্গুল বুকের কাছে সাদা দাগ।বেশ শক্তিশালী ছিল ও!

এবার তাড়াতাড়ি চলো,তোমার মেয়ের যত দ্রুত সম্ভব বিশ্রাম দরকার।গ্রামের লোকেরা সকালে এসে প্যান্থারটার চামড়া ছাড়িয়ে নিয়ে যাবে !
আচ্ছা, সাহেব!

ওরা গ্রামে ফিরতেই...
বন্ধু জিম,তোমরা ঠিক আছ তো?আমি গুলির আওয়াজ শুনে ভয় পেয়ে গেছিলাম!
আমরা সবাই ভালো আছি কোলু।তবে মেয়েটির দ্রুত বিশ্রামের দরকার।

আহা।গ্রামবাসীরা।দেখবে এস মলুয়ার মেয়েটা বেঁচে আছে।ঐ সাদা চামড়ার লোকটা সাক্ষাৎ দেবদূত।ওঁ মেয়েটাকে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরিয়ে এনেছে! বাঘটাকেও মেরেছে!!!

জয়!জয় সাহেবের জয়!
আমরা আপনার কাছে ঋণী,সাহেব! আমি গ্রাম প্রধাণ কেশরী সিং। এদিকে আসুন!
আমাকে আর লজ্জিত করবেন না। মানুষ হিসেবে এটা আমার কর্তব্য ছিল!

আমার এই ছোট্টো কুটিরে আজ রাতটা থাকুন,সাহেব!
ধন্যবাদ সিং জী! আমার নাম 'অরণ্য' জিম ব্র্যাডলী! আর এ' হ'লো আমার বন্ধু কোলু!আপনি আমাকে জিম বলতে পারেন।

আচ্ছা,জিম সাহেব!আপনি এই রেডিওর মাধ্যমে গান বা খবর শুনতে পারেন!এটা দিয়েই আমরা সারা দুনিয়ার খবর জানতে পারি!
শুনছেন,রেডিও বেনারস থেকে সংবাদ...এখনকার বিশেষ খবর হ'লো-আজ সন্ধ্যা সাতটা নাগাদ একটা ভূতুড়ে প্যান্থার এক ব্যাক্তিকে মেরে তাকে নিয়ে পালিয়ে গেছে...

...নিশাপুরের দিকে!শ্বাপদটির প্রতি পায়ে ছ'টা আঙ্গুল,আর বুকের কাছে একটা সাদা দাগ আছে!পশুটা আজ পর্যন্ত প্রায় দু'শো একত্রিশ জনকে মেরেছে বলে জানা গেছে!
কিন্তু আমি তো একটু আগেই পশুটাকে মেরে আসলাম! বেশীক্ষণ তো হয়নি!আচ্ছা,এই নিশাপুরটা কোথায় ?
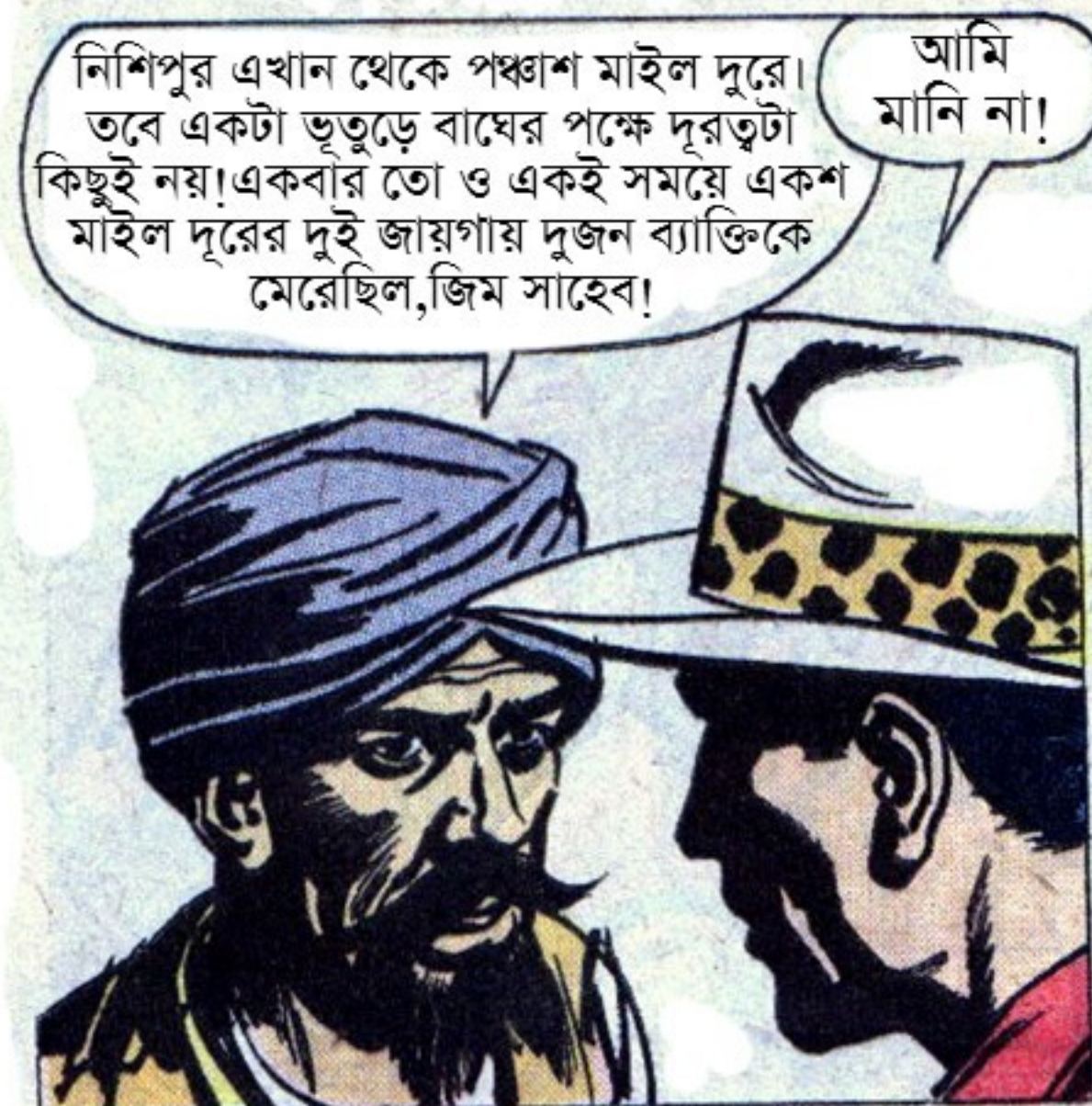
নিশিপুর এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল দুরে। তবে একটা ভূতুড়ে বাঘের পক্ষে দূরত্বটা কিছুই নয়!একবার তো ও একই সময়ে একশ মাইল দূরের দুই জায়গায় দুজন ব্যাক্তিকে মেরেছিল,জিম সাহেব!
আমি মানি না!
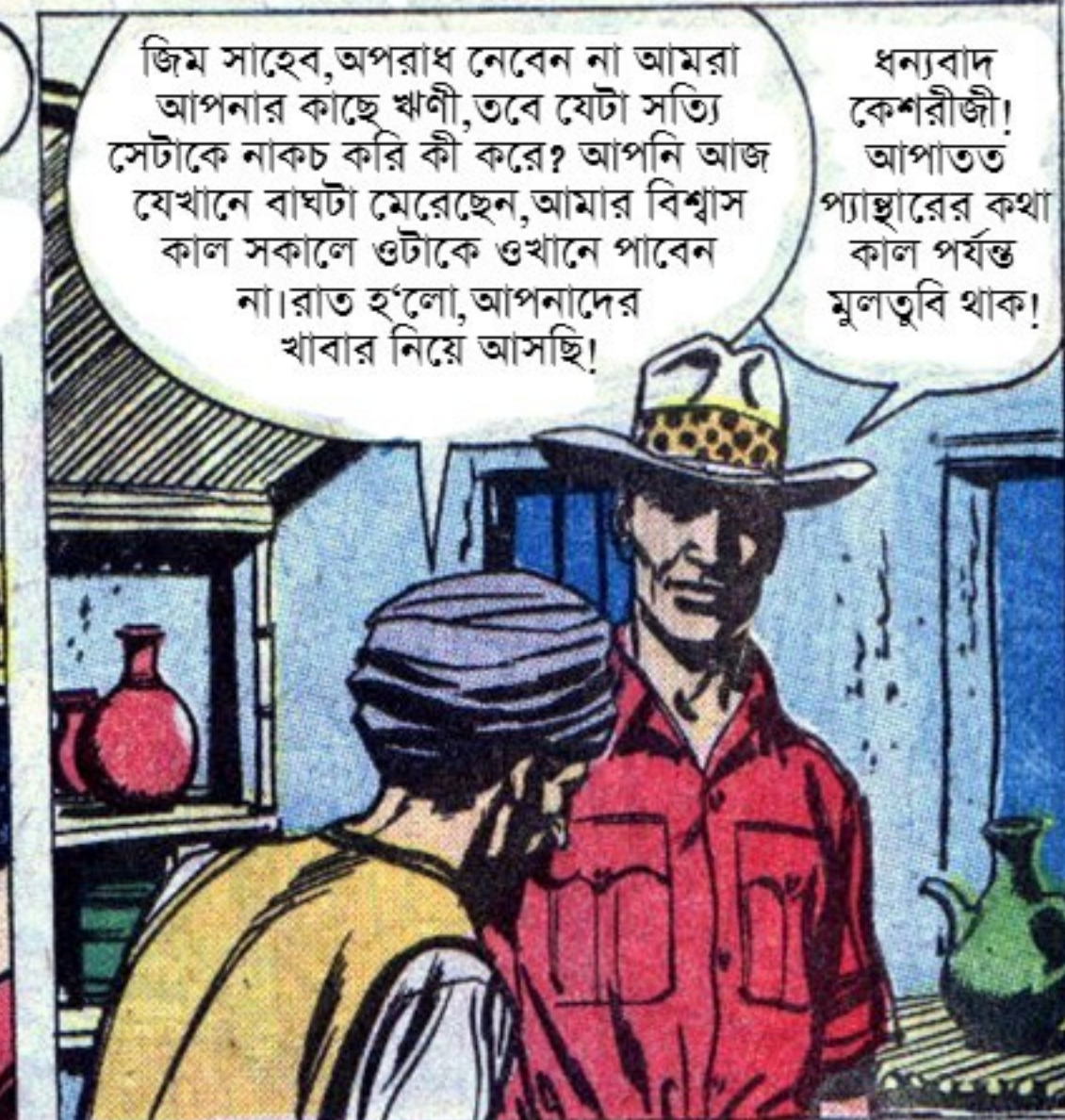
জিম সাহেব,অপরাধ নেবেন না আমরা আপনার কাছে ঋণী,তবে যেটা সত্যি সেটাকে নাকচ করি কী করে? আপনি আজ যেখানে বাঘটা মেরেছেন,আমার বিশ্বাস কাল সকালে ওটাকে ওখানে পাবেন না।রাত হ'লো,আপনাদের খাবার নিয়ে আসছি!
ধন্যবাদ কেশরীজী! আপাতত প্যান্থারের কথা কাল পর্যন্ত মুলতুবি থাক!

রাতের খাবার খেয়ে জিম আর কোলু কথা বলছিল...
আচ্ছা কোলু, ঘটনাটা যদি এমন হয়-আমি যে প্যান্থারটা মেরেছি, সেটা আর নিশিপুর সংলগ্ন জায়গায় যে জানোয়ারটা উৎপাত করছে, দুটো আলাদা শ্রেণির। তাহলে ?
হতেও পারে, জিম! কিন্তু রেডিওর ওই খবরটা...
আহ! কোলু, তুমি একজন শিক্ষিত যুবক! রেডিওর খবরটা যাই হোক, তাকেপ্রাধান্য দেওয়াটা তোমার সাজে না। ভূতুড়ে প্যান্থার বলে কিছুই হয় না। এটা তোমার জানা উচিত।
আরেরে! উত্তেজিত হয়োনা, জিম! যদি কাল আমরা ওখানে মৃত প্যান্থারটাকে না পাই তাহলে......
উউউফফ! শুভ রাত্রি!
সকালে...
বাইরে এত ঝামেলা কীসের কোলু?
গ্রামের সবাই এক জায়গায় জড়ো হয়েছে! ওরা খুব উত্তেজিত! তোমাকে ডাকছে জিম!
সাহেব! শুনছেন? জিম সাহেব!
কী হয়েছে কেশরীজী? এত হৈ চৈ কীসের?
না মানে... সাহেব, এরা সবাই আপনার সাথে জঙ্গলে যেতে আগ্রহী! আপনি যদি অনুমতি দেন...তাহলে...
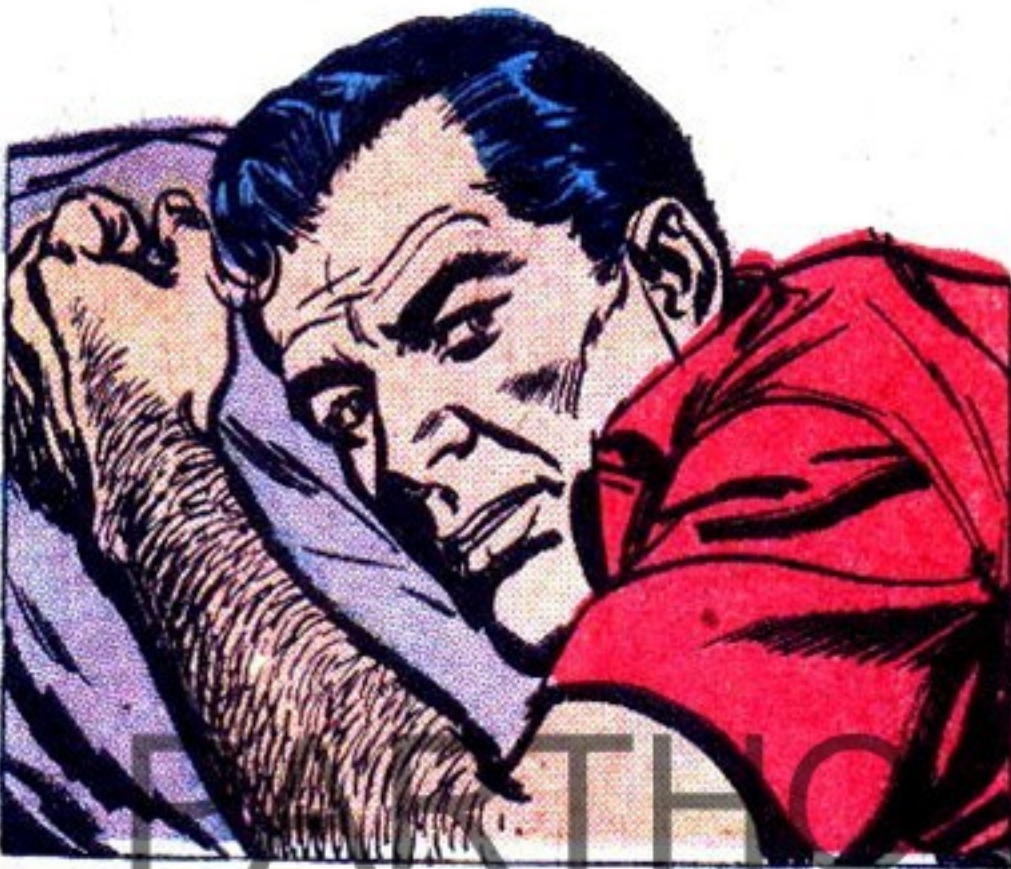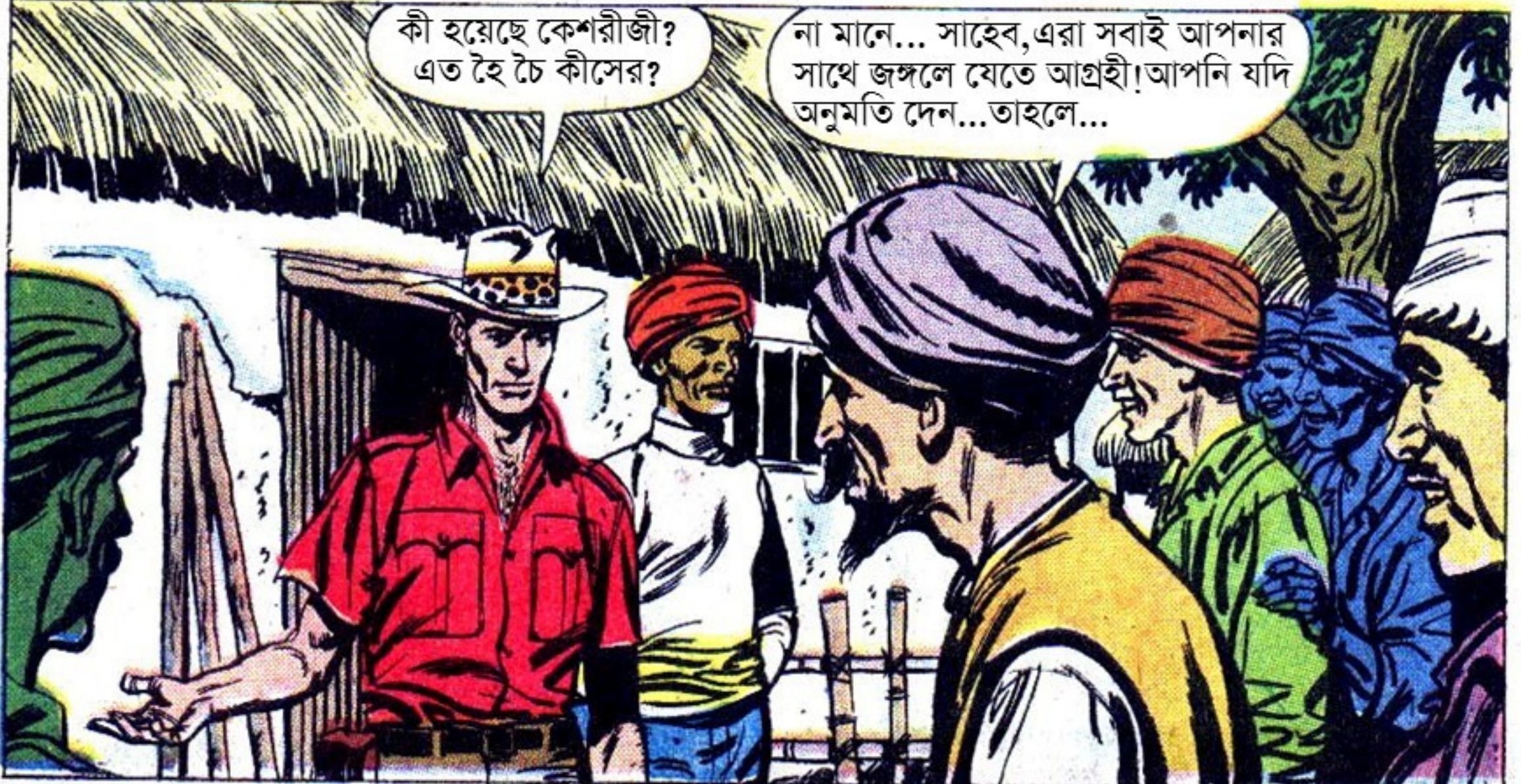
এই যে।এই সেই জায়গা কালকে যেখানে মাণিক আমাদের ওপরে হামলা করেছিল!কিন্তু...কিন্তু সে এখানে নেই!দেখুন সাহেব পায়ের দাগগুলো কিন্তু আছে!

কিন্তু বাঘটা গেল কোথায়? অন্য জায়গায় নেই তো ?

আরে!এদিকে দেখ!বন্য বরাহদের পায়ের ছাপ!হতে পারে বরাহরা ওকে খেয়ে ফেলেছে,আর শিয়ালরা ওর হাড়গোড় গুলো নিয়ে গেছে!বন্য বরাহরা মৃত প্রাণীর মাংস খেয়ে থাকে!

গ্রামের লোকেদের থেকে বিদায় নিয়ে চলে আসার পরে...

পরের দিন...

রুদ্রগড়ের গ্রাম প্রধানের সাথে জিম দেখা করল...
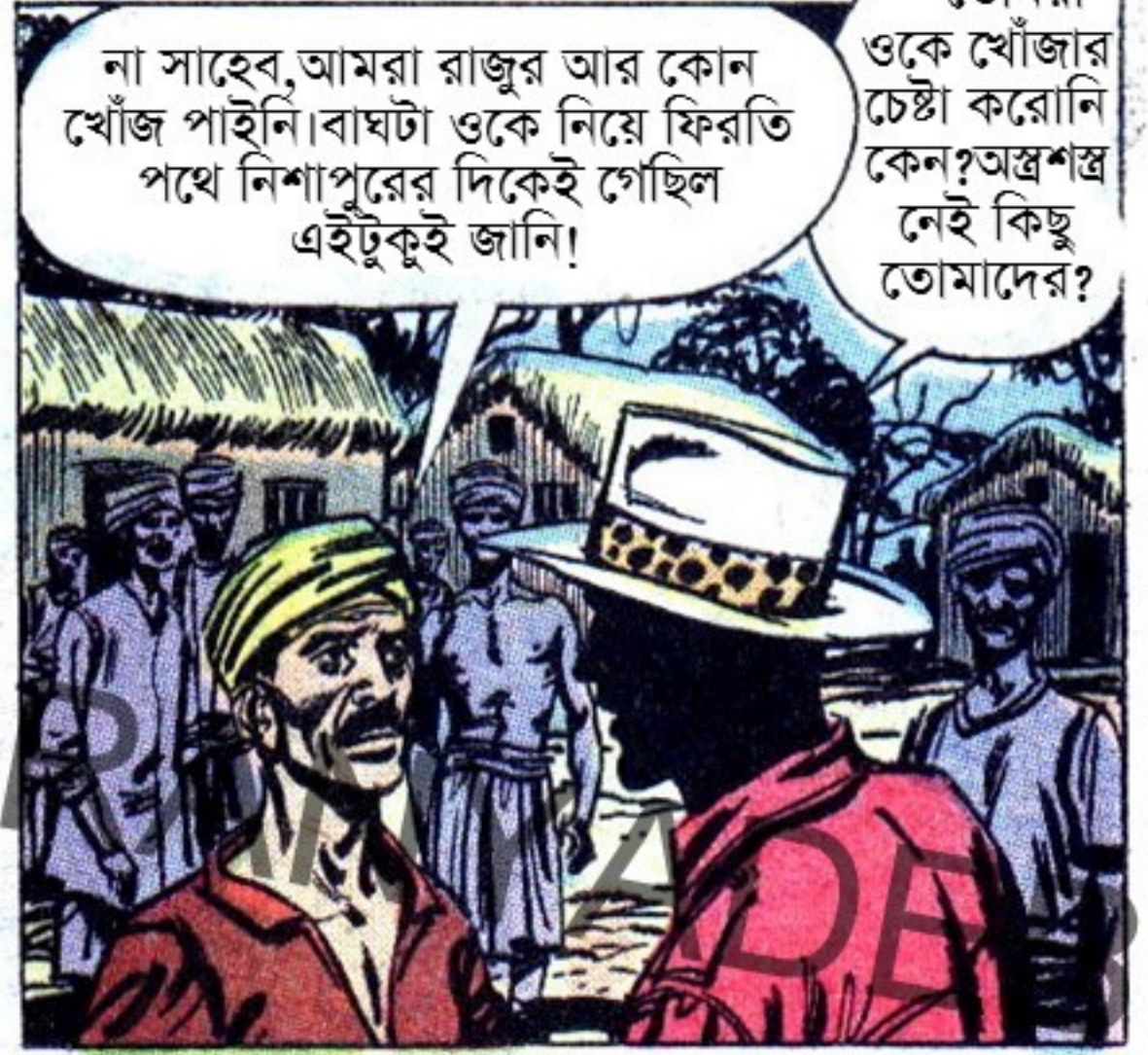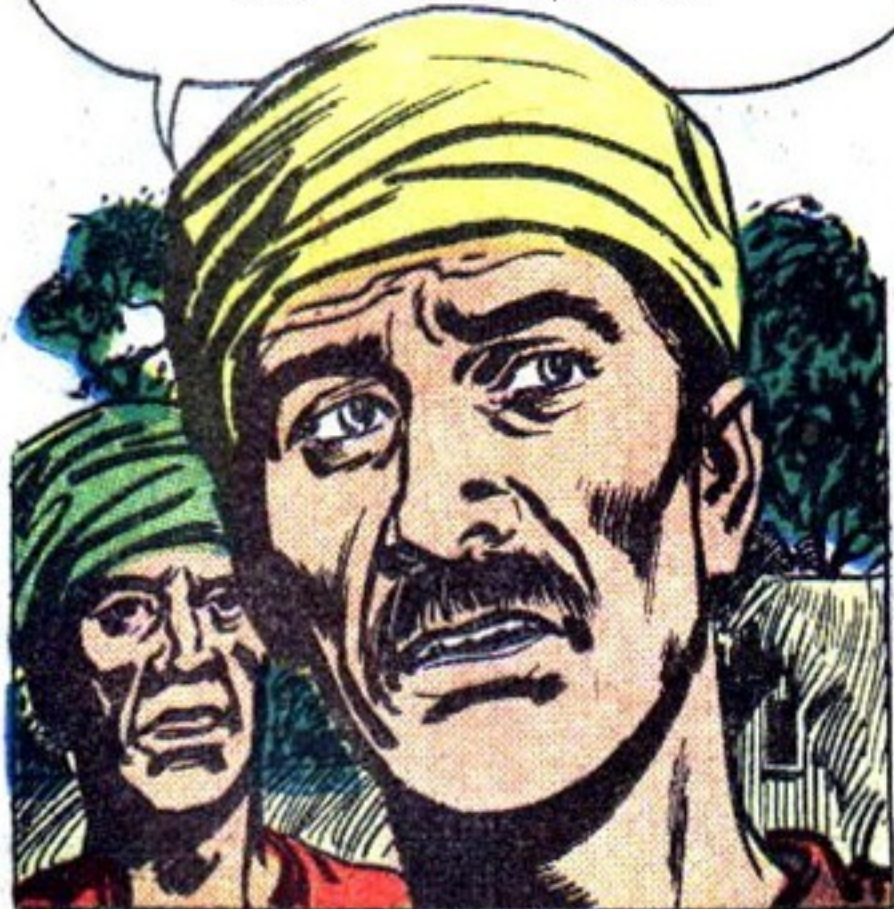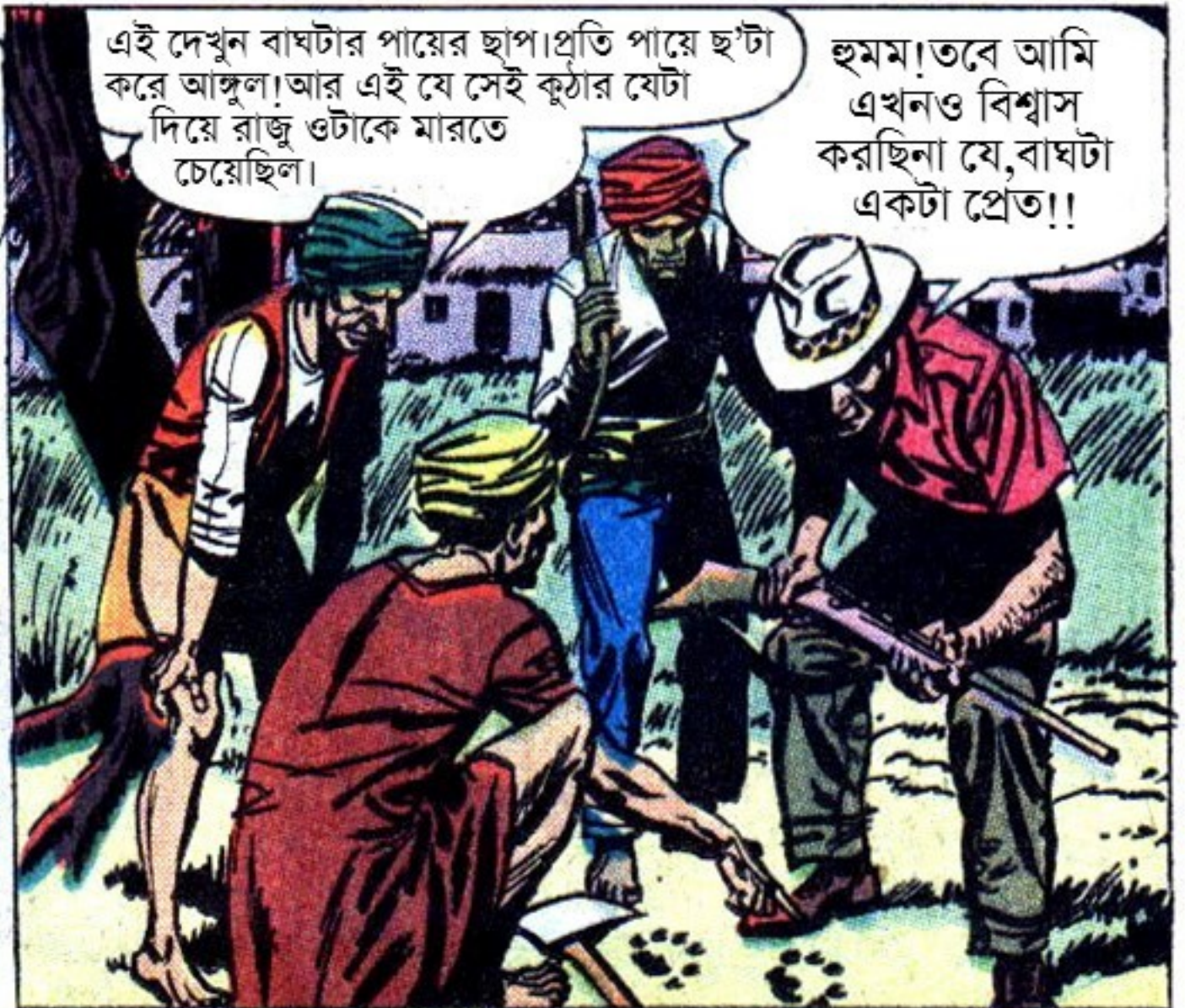
কোলু,চলো এই পায়ের ছাপগুলো অনুসরণ করা যাক।শিকারের ভারী দেহ নিয়ে মনে হয়না ওটা বেশী দূরে যেতে পেরেছে!
আপনি ওকে খুঁজে পাবেন না।ও নিজেই আপনাকে খুঁজে নেবে!

জিম,প্যান্থারটার পায়ের ছাপগুলো কোন দিকে যাচ্ছে বুঝতে পারছ ?
হ্যাঁ।নিশিপুরের দিকে।আমি আগেই আন্দাজ করেছিলাম।

নিশিপুর ভূতুড়ে গ্রামের মতো লাগছে!তাও আমাদের কাজ করতে হবে!
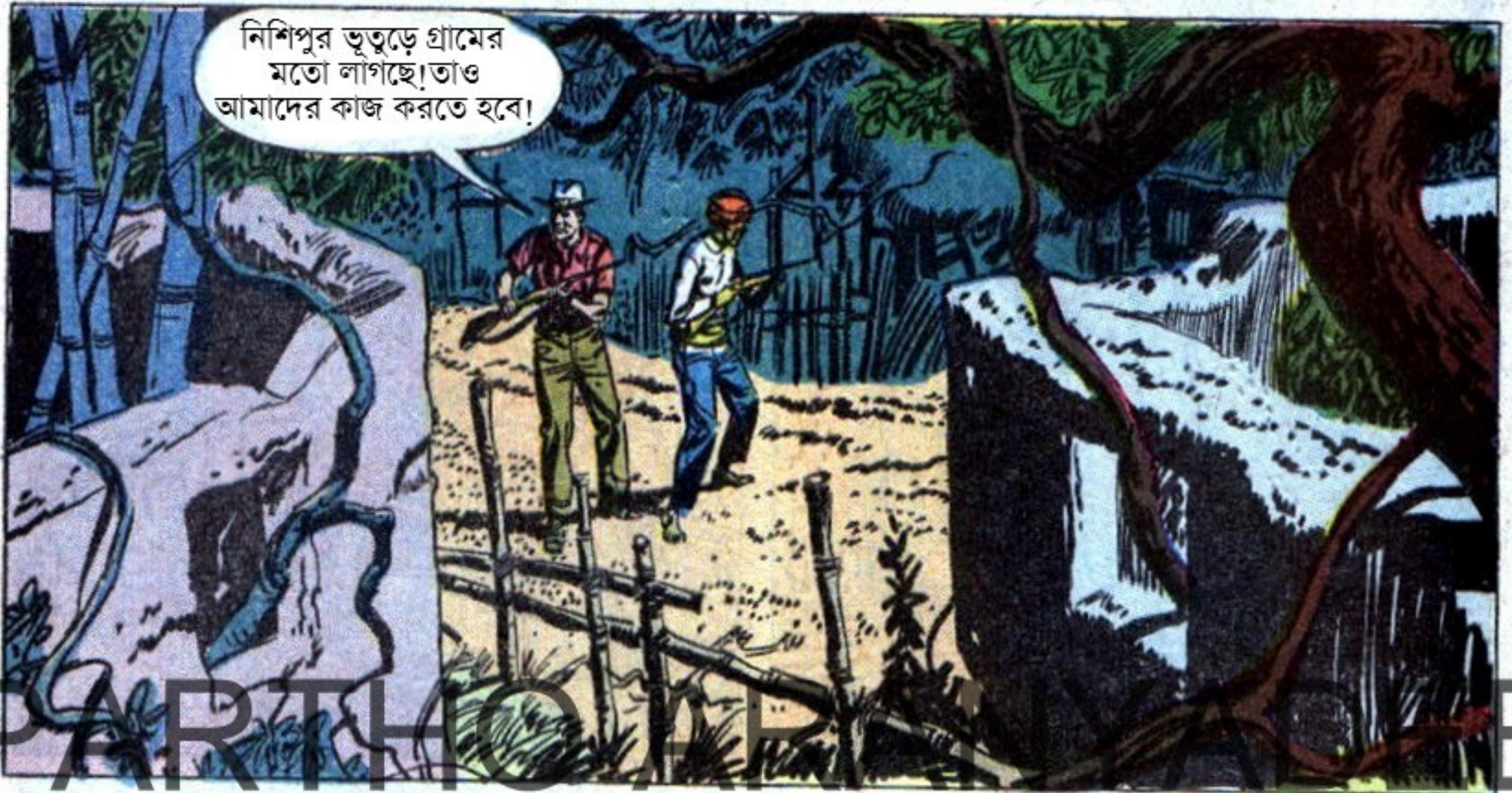
উফফ!কী দুর্গন্ধ!বোঝাই যাচ্ছে এটাই বাঘটার খাওয়ার ঘর!তবে সবই তো পুরোনো হাড়গোড়ে ভর্তি!
অন্ধকার হয়ে আসছে জিম।আমাদের আর এগোনো ঠিক হবেনা!

তুমি ঠিকই বলেছ।দেখ,এই ঘরটা তাও একটু পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন আছে।এস কোলু,আজ রাতটা আমরা এখানেই কাটাই!
বাপরে! এখানে?

দুই ঘন্টা পরে...

এদিকে খুব সন্তর্পনে,ঠিক যেন হাওয়ায় ভেসে একটা কালো লোমোশ অবয়ব ঘরের জানালায় উঠে এল!
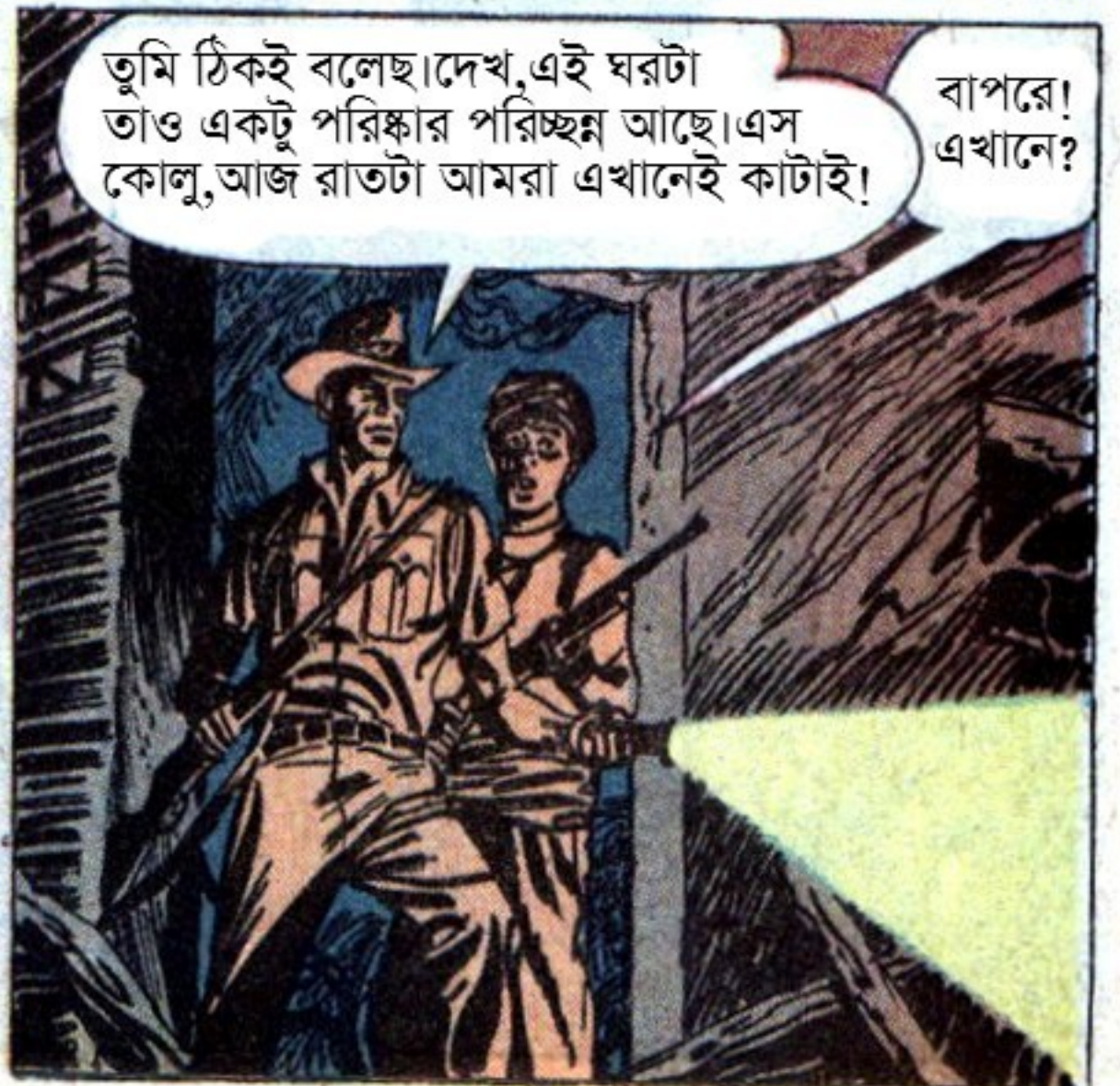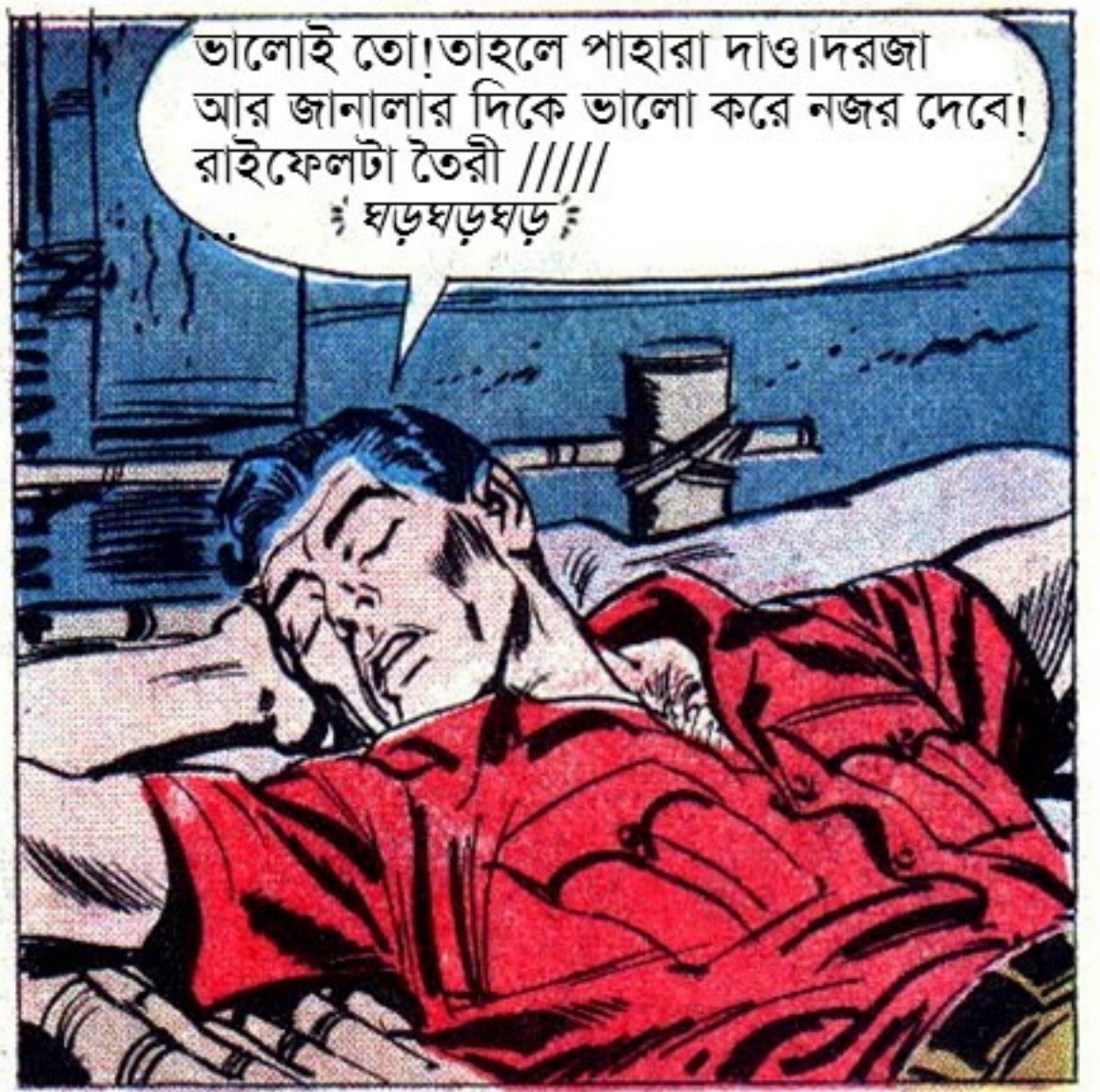
আরে!বাঁদরগুলোর চিৎকার হঠাৎ থেমে গেল কেন??অদ্ভুত তো! তাহলে কী......

প্যান্থারটা জিমের ওপরে ঝাঁপানোর প্রস্তুতি নিচ্ছিল! আর ওর লোমোশ লেজটাকে নাচাচ্ছিল,যেটা খাটিয়ার পায়াতে লেগে মৃদু একটা শব্দ তৈরী করল...
থাস
থাস

হররআউউম!
ঠাক!

ক্রাআহহহ!

প্যান্থারটা জিমের ওপরে হামলা করল...চোখের পলক ফেলার থেকেও কম সময়ে...জিম ওর রিভলবারটা বের করে তার ঘোড়াটা টেনে দিল... গুলি গিয়ে বিঁধল সোজা পশুটার মাথায়!

শিকারি শঙ্কর
নির্ভীক তীরন্দাজ
অ্যান্ড্রু সাহেব, আজ আপনি লেপার্ড শিকারে যাবেন বলেছিলেন! দিন আমি আপনার অস্ত্রটা ঠিকঠাক আছে কী না দেখে নেই!
আহা! শঙ্কর তুমি খুব ভালো মানুষ! আমার অস্ত্রটা দেখতে চাও? এই দেখ...
COPYRIGHT 1957 BY WESTERN PRINTING & LITHO CO

এ-একী! আপনি ক্ষেপেছেন নাকী? এটা দিয়ে লেপার্ড শিকার করবেন ?
হ্যাঁ! করব! আরে, তুমি জান না লন্ডনে আমার থেকে শ্রেষ্ঠ ধনুর্বীর আর কেউ নেই!

ঐ উড়ন্ত কাঠবেড়ালীটা দেখতে পাচ্ছ? এবার দেখ...

বেশ ভালো প্রদর্শনী! কিন্তু লেপার্ডের চামড়া খুব শক্ত হয়!

কতটা শক্ত? ওই গাছের গুড়িটার থেকেও শক্ত?

ঠাআআক

লন্ডনে আপনি সেরা তীরন্দাজ হতেই পারেন সাহেব,কিন্তু এটা ভারত!এখানে বাঘ মারতে শক্তিশালী রাইফেলই শেষ কথা!তীর ধনুক দিয়ে বাঘ শিকার আত্মহত্যার নামান্তর মাত্র!!!

তোমার কাছে তো এই শক্তিশালী রাইফেলটা আছেই।আমার চিন্তা কীসের? এবার চল তো একটা লেপার্ড খুঁজি।আর আমি যতক্ষণ না বলছি,তুমি কিন্তু রাইফেল ব্যাবহার করতে পারবে না!

শীঘ্রই...
অ্যান্ড্রুজ সাহেব--
আহা!কী সুন্দর তাই না? প্রকৃতির ভয়ঙ্কর সুন্দর খেয়াল!

ওটা লাফ দিল বলে!
আমি বলেছিলাম আদেশ না পেলে গুলি চালাবে না!

ধাঁয়! ধাঁয়!
আউউগহহ!

রিলোড করারও
সময় নেই...

সাহেব তো তীরধনুক নিয়ে
জেরবার! বাঘটা ওঁর ওপরে ঝাঁপাতে
পারে! আমাকেই দেখছি কিছু
একটা করতে হবে!

আউউঘঘ!

সা-সাহেব আমার
রাইফেল--গুলি ভরে
ব্যাবহার করুন!

ভেবনা শঙ্কর-এই
তীর দিয়েই আমি
ওর দফা রফা
করব!!

আ-আমি সামলাতে
পারছিনা একে!
আর একটু...
এই দেখ!!
আরর!

সুধী পাঠকবৃন্দ ......

গত ১৫ই অগষ্ট থেকে আমার এই Blogটির পথ চলা শুরু।আমার মূল লক্ষ্য আপনাদের আনন্দ প্রদান ।বাংলা ভাষায় বিদেশী কমিক্স এখন প্রায় দুর্লভ।তাই আমার এই প্রয়াস।আমি জানি আপনারা আমার পাশে ছিলেন,আছেন,আর ভবিষ্যতেও থাকবেন।আপনারাই আমার মূল চালিকা শক্তি।আমার এই প্রচেষ্টার মূল রশদ আপনারাই।তাই এক প্রকার আবদারের সুরেই বলছি,দয়া করে আমার পোষ্টে ভালো লাগা মন্দ লাগা কিছু না কিছু Comment অবশ্যই করুন।আমি দেখেছি অনেকেই কমিক্স Download করেন অথচ নিজদের মূল্যবান মতামত দেন না।আপনাদের মতামত না পেলে আমি যে এগোতে পারবনা।আমার মূল লক্ষ্যও পূরণ হবেনা।আর আপনাদের আনন্দ না দিতে পেরে আমার মনও ভালো থাকবে না। আপনারা কী চান আমি থেমে যাই ? না!আমি জানি আপনারা সেটা চান না। তাই বলছি,আসুন এই Blog এ।এটা আপনাদের নিজদের Blog।এখানে নিজেদের মতামত দিয়ে আমাকে সমৃদ্ধ করুন।

Comicঅনুবাদ
Blog-এর পরবর্তী আকর্ষণ
পুজোর আগেই আসছে খুব তাড়াতাড়ি
PARTHO MUKHERJEE
00128